দৈনিক ইত্তেফাক

24 NOV 1991

স্কুল-কলেজের বহু শিক্ষকপদ শূন্য।। লেখাপড়ায় বিঘ্ন

আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত খবরে জানা গিয়াছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৭৫টি শিক্ষক পদ, হাজিগঞ্জের সরকারী বৃন্দাবন কলেজসহ ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৭টি শিক্ষক পদ, দাউদকান্দিতে অর্ধশত শিক্ষক পদ, আড়াই হাজারে ৪৬টি প্রাথমিক শিক্ষক পদ এবং মাদারীপুরের নাজিম উদ্দিন কলেজে ৩১টি শিক্ষক পদ শূন্য রহিয়াছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদও খালি। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৭টি উপজেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৭৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকার পদ শূন্য থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গিয়াছে, জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর নবীনগর নাছিরনগর কসবা, আখাউড়া, বাঞ্ছারামপুর ও সরাইল উপজেলায়

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

স্কুল-কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

১৯৪টি সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৩টি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে ৩০৫টি পদের মধ্যে ২১টি পদ, ১৩৪টি বালক-বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৩৭০টি পদের মধ্যে ১০৬টি পদ, ১২ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১৯টি পদের মধ্যে ৯টি পদ, ১৩টি সিনিয়র মাদ্রাসায় ২২১টি পদের মধ্যে ১৬টি পদ এবং ২২টি অন্যান্য মাদ্রাসায় ৩২৮টি পদের মধ্যে ২৩টি পদ শূন্য রহিয়াছে।

হবিগঞ্জ, জেলা সদরের ৩টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা হেতু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হওয়া ছাড়াও প্রশাসনিক অসুবিধা বিরাজ করিতেছে। বৃন্দাবন সরকারী কলেজে ৬০টি মঞ্জুরীকৃত শিক্ষক পদের মধ্যে ৩১ জন শিক্ষকের পদশূন্য। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও বি,কে,জি,সি, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৭ জন করিয়া শিক্ষকের পদশূন্য রহিয়াছে। এছাড়াও দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ স্কুল দুইটির প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদশূন্য থাকায় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করিতে গিয়া সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন।

দাউদকান্দি সংবাদদাতা জানান, দাউদকান্দি এবং মুরাদনগর উপজেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের বহু পদ শূন্য থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। দাউদকান্দি উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের অর্ধশত পদ শূন্য রহিয়াছে। মুরাদনগর উপজেলা সদরে অবস্থিত মুরাদনগর দুর্গারাম উচ্চ বিদ্যালয়টি '৮৭ সালে সরকারী হওয়ার পর অদ্যাবধি প্রধান শিক্ষকবিহীন অবস্থায় চলিতেছে।। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে যে সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনিও দীর্ঘদিন পূর্বে মারা গিয়াছেন। বর্তমানে একজন সিনিয়র শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। এই বিদ্যালয়ে আরও তিনজন শিক্ষক প্রয়োজন।

আড়াইহাজার উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৬ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪০ জন সহকারী শিক্ষক নাই। দীর্ঘদিনেও ঐ শিক্ষকের পদগুলি পূরণ হইতেছে না। এদিকে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়মিতভাবে ব্যাহত হইতেছে।